পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

68

NOV. 23 2000

বই ছাপাই শুরু হয়নি : শিক্ষার্থীরা সময়মতো পাবে কিভাবে?

সময় আছে ১ মাস, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ৬ কোটি বই একাই নিয়ে বেক্সিমকোর ছেলেখেলা

মানস ঘোষ : আগামী শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রীরা সময়মতো বই হাতে পাচ্ছে না। শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে আর মাত্র একমাস বাকি থাকলেও এখন পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কোনো স্তরের বই-ই তৈরি হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক (এনসিটিবি) বোর্ডও এ অবস্থায় বিপাকে পড়েছে। বই ছাপার সার্বিক কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়ে চলতি সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক রিপোর্টে এনসিটিবি চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন বই ছাপার কাজ সন্তোষজনক নয়।

এদিক গত মঙ্গলবার বই ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে পাঠানো এক পত্রে এনসিটিবি সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, সময়মতো বই ছাপতে না পারলে চুক্তি বাতিল করে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এজন্য আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান তপন কান্তি চৌধুরী ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা আজ শোনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, এবার বিনামূল্যের-প্রায় সাড়ে ৩ কোটি প্রাথমিক স্তরের বই এবং বিক্রয়যোগ্য প্রায় আড়াই কোটি মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপার দায়িত্ব পেয়েছে যথাক্রমে শুকতারা ও ফ্রি প্রেস এবং পুস্তকা। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই বেক্সিমকো গ্রুপের।

মন্ত্রণালয়ে পাঠানো পত্রে এনসিটিবির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার অগ্রগতি মাত্র শতকরা ২ ভাগ। যথেষ্ট সময় ক্ষেপণ করে গত ১৬ নভেম্বর শুকতারা ও ফ্রি-প্রেস প্রয়োজনীয় সাড়ে ৪ লাখ রিম কাগজের মধ্যে উত্তোলন করেছে মাত্র ২০ হাজার রিম। অন্যদিকে মাধ্যমিকের ৬০টি বইয়ের একক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

বই ছাপাই শুরু

● প্রথম পাতার পর পুস্তকার কাজের অগ্রগতি মাত্র শতকরা ৩ ভাগ। কয়েকটি বইয়ের ডামি প্রস্তুত করা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি বই ছাপার কাজেই হাত দেয়নি। এমনকি কাগজও সংগ্রহ করেনি।

এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে কি করে বই পাবে এই প্রশ্ন করলে এনসিটিবি চেয়ারম্যান গতকাল বুধবার ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, শর্ত ভঙ্গ করার অপরাধে বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেছেন, জোটবদ্ধ মুদ্রাকররা এবার এনসিটিবিকে সহযোগিতা না করায় উদ্ভূত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, 'বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠানকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাদের কাজের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। যদি দেখা যায়, কাজ তারা পারবে না তখন নতুন টেন্ডার ডেকে অন্যদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হবে।' তবে তিনি বলেছেন, যতো সমস্যাই থাক, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবো।

এ ব্যাপারে মুদ্রক ও প্রকাশকদের তিন সমিতির মাধ্যমিক স্তরবিষয়ক বইয়ের সমন্বয়কারী আবু তাহের ভোরের কাগজকে বলেছেন, 'শেষ মুহূর্তে এই অবস্থা সৃষ্টি হবে আমরা তা জানতাম। আগেভাগে এজন্য সতর্কও করা হয়েছিল। অথচ কেউ তখন শুনলো না'। এই মুহূর্তে বই ছাপার দায়িত্ব পেলে তিন সমিতি সময়মতো ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিতে পারবে কি না জানতে চাইলে আবু তাহের বলেন, 'আমাদের ৬০০-৭০০ প্রেস রয়েছে। জাতীয় স্বার্থে আমরা একযোগে কাজ করলে অবশ্যই এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব।'

এদিকে এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে, সংকট মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক স্তরের গত বছরের পুরোনো বই বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনসিটিবির স্টকে প্রাথমিক স্তরের প্রায় পৌনে ২ কোটি বই রয়েছে। তবে ইতিমধ্যে বাংলা, ইংরেজি, সমাজসহ বেশ কয়েকটি বই পরিবর্তিত হওয়ায় এনসিটিবি সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলাদাভাবে ডিউপার্ট সংশোতি অংশ ছেপে বইগুলো বিতরণের।

অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের সবগুলো বই (৬০টি) এবার পরিবর্তন হওয়ায় পুরোনো বই দিয়ে এই সংকট সমাধান সম্ভব নয়। তপনকান্তি চৌধুরী স্বীকার করেছেন, এই স্তরের বই নিয়ে তারা বেশি চিন্তিত। গত ১১ অক্টোবর কার্যাদেশ দেওয়া হলেও পুস্তকা গত দেড় মাসে একটি বইয়ের ছাপার কাজেও হাত দেয়নি। এমনকি কাগজ সংগ্রহ, নিরাপত্তা কাগজের টাকা জমা প্রদান, কভারের কাগজ উৎপাদনের জন্য মিলের সঙ্গে চুক্তি- কোনো কাজই প্রতিষ্ঠানটি করেনি।